কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং
খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫।

স্মারক নংঃ ১২.১১.০০০০.০১২.৩৮.০০১.১৮/৮-৭২ তারিখঃ ২৭/৩/২০২০

প্রাপক
অতিরিক্ত পরিচালক
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
------------------------অঞ্চল (সকল)।

বিষয়ঃ বোরো ধানে বাদামী গাছ ফড়িং ও সাদা পিঠ গাছ ফড়িং পোকার আক্রমণে আলোর ফাঁদ স্থাপন সহ অন্যান্য দমন ব্যবস্থাপনা গ্রহণ প্রসঙ্গে।

বিগত বছর সমূহে ধানের অন্যতম শত্রু বাদামী গাছ ফড়িং (বিপিএইচ) ও সাদা পিঠ গাছ ফড়িং এর উপস্থিতি সনাক্তকরণে আলোর ফাঁদ স্থাপন অত্যন্ত কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। বীজতলা থেকে শুরু করে ধান পরিপক্ক হওয়া পর্যন্ত যে কোনো সময়ে বিপিএইচ ও সাদা পিঠ গাছ ফড়িং এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। দ্রুত বংশ বৃদ্ধির কারণে ফসলের ২০ থেকে ১০০% পর্যন্ত ক্ষতি করতে পারে। বৃষ্টিপাত ও মেঘাচ্ছন্ন, উষ্ণ আবহাওয়া বিপিএইচ ও সাদাপিঠ গাছ ফড়িং আক্রমণের অনুকূল পরিবেশ।

<u>অনুকূল পরিবেশ:</u>

- অধিক সংখ্যক কুশি উৎপাদনশীল উচ্চ ফলনশীল ধানের চাষ করলে,
- জমি অসমতল হলে নিচু স্থানে বৃষ্টির পানি জমে থাকে। প্রখর সূর্যের তাপে উক্ত পানি বাষ্পিভূত হয়ে উষ্ণ ও আর্দ্র অবস্থা তৈরি হয় যা বাদামী গাছ ফড়িং ও সাদা পিঠ গাছ ফড়িং এর বংশবৃদ্ধি ও আক্রমণের জন্য অনুকূল পরিবেশ;
- চারা ঘন করে রোপণ করলে, জমি স্যাঁতস্যাঁতে হলে এবং জমিতে দাড়ানো পানি থাকলে;
- জমিতে বিকল্প পোষক আগাছা থাকলে;
- অসম হারে নাইট্রোজেন সার (ইউরিয়া সার) ব্যবহার করলে;
- বাতাস চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হলে;
- এলোপাথারী ও সঠিক কীটনাশক ব্যবহার না করার ফলে।

<u>আক্রমণের লক্ষণ:</u>

বাদামী গাছ ফড়িং ও সাদাপিঠ গাছ ফড়িং এর বাচ্চা ও পূর্ণবয়স্ক উভয় পোকা দলবদ্ধভাবে ধান গাছের গোড়ার দিকে অবস্থান করে গাছ থেকে রস খায়। এ কারণে গাছ দ্রুত শুকিয়ে যায়। বাদামী গাছ ফড়িং এর তীব্র আক্রমণে গাছ প্রথমে হলুদ ও পরে শুকিয়ে যায়, ফলে দূর থেকে পুড়ে যাওয়ার মত বা বাজ পড়ার মত দেখায়। এ ধরণের ক্ষতিকে হপার বার্ণ/বাজ পড়া বলে।

<u>দমনে করণীয়:</u>

- এলাকার সকল চাষিকে দলবদ্ধ ভাবে পোকা দমনের ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে হবে; চাষীদের নিয়ে নিয়মিত উঠান বৈঠক এর ব্যবস্থা করতে হবে। এ কাজে স্থানীয় জন প্রতিনিধির সহায়তায় সিআইজি/আইপিএম/আইসিএম/আইএফএমসি ক্লাবসহ অন্যান্য কৃষক সংগঠন এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে সম্পৃক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
- প্রতি ব্লকে দলীয় আলোচনার মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি এবং বাদামী গাছ ফড়িং দমনের কলাকৌশল কৃষকদের মাঝে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে;
- জমির আইল পরিষ্কার রাখতে হবে;

- চারা ঘন করে লাগানো পরিহার করে নির্দিষ্ট দূরত্বে (২০ সে.মি. x ১৫ সে.মি.) লাগাতে হবে এবং ১০ সারি পরপর ৩০ সে.মি. গ্যাপ রেখে লগো পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে;
- জমিতে পোকা লাগার সম্ভাবনা দেখা দিলে আক্রান্ত জমির পানি সরিয়ে দিয়ে ৭ থেকে ৮ দিন জমি শুকনো রাখতে হবে;
- আক্রান্ত জমিতে ২ থেকে ৩ হাত দূরে দূরে বিলি কেটে জমিতে সূর্যের আলো ও বাতাস প্রবেশের ব্যবস্থা করতে হবে;
- শুধুমাত্র ইউরিয়া ব্যবহার না করে সুষম মাত্রায় ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি ব্যবহার করতে হবে;
- স্বল্প জীবনকালীন ফসলের চাষ করতে হবে এবং আক্রান্ত জমিতে ইউরিয়া সার প্রয়োগ আপাতত বন্ধ রাখতে হবে;
- সন্ধ্যাবেলা আক্রান্ত জমি থেকে একটু দূরে আলোর ফাঁদ জ্বালিয়ে পোকা দমনের ব্যবস্থা করতে হবে;
- নিয়মিত ভাবে যে এলাকাগুলোতে বিগত বছরে বিপিএইচ আক্রান্ত হয়েছিল সে এলাকায় চাক্ষুস পরিদর্শণ ও আলোর ফাঁদ জ্বালিয়ে মনিটরিং এর ব্যবস্থা করতে হবে;
- আক্রান্ত এলাকায় ঢোল সহ প্রচারণা, মসজিদ, মন্দির সহ ধর্মীয় উপাসনালয়ে আলোচনা ও লিফলেট বিতরণ করতে হবে;
- প্রতি গোছায় ২ থেকে ৪ টি গর্ভবতী পোকা বা ৮ থেকে ১০ টি নিম্ফ দেখা গেলে নিম্ন লিখিত যে কোন একটি অনুমোদিত কীটনাশক সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে।

জেনেরিক নাম	ব্র্যান্ড নাম	প্রয়োগ মাত্রা/হেক্টর
আইসোপ্রোকার্ব/ এমআইপিস	মিপসিন ৭৫ ডব্লিউপি	১৭৫ গ্রাম
পাইমেট্রোজিন	প্লেনাম ৫০ ডব্লিউজি	৬৭ গ্রাম
ক্লোরোপাইরিফস	ডার্সবান ২০ ইসি	১৩৪ মিলি
কার্বোসালফান	মার্শাল ২০ ইসি	১৩৪ মিলি
ইমিডাক্লোপ্রিড	এডমায়ার ২০ এসএল	১৭ মিলি
এসিটামিপ্রিড	প্লাটিনাম ২০ এসপি	০.০৫ কেজি
আইসোপ্রোকার্ব	সপসিন ৭৫ ডব্লিউ পি	১.৩০ কেজি

- কীটনাশক অবশ্যই গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করতে হবে।

এমতাবস্থায় বাদামী গাছ ফড়িং (বিপিএইচ) এবং সাদাপিঠ গাছ ফড়িং পোকার আক্রমণে বোরো ধান উৎপাদন যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেজন্য আপনার অঞ্চলাধীন সকল জেলা, উপজেলা ও ব্লক পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়মিত আলোর ফাঁদ স্থাপন, মাঠ পরিদর্শণ, পর্যবেক্ষণ, কৃষকদের পরামর্শ প্রদান ও নিয়মিত অতন্দ্র জরিপ কার্যক্রম জোরদার করা সহ আক্রান্ত উপজেলায় স্কোয়াড গঠনের মাধ্যমে ফসল রক্ষায় সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দেওয়ার জন্য বলা হলো।

তথ্য সূত্র: বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর।

(ড. মোঃ আবু সাইদ মিঞা)
পরিচালক
উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং
ফোন নংঃ ৯১৩১২৯৫

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থেঃ

১. পরিচালক, সরেজমিন উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা, মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় দমন ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদানের অনুরোধ করা হল।
২. মহাপরিচালকের একান্ত সচিব, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।।

অনুলিপি জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থেঃ

১. উপপরিচালক, আইসিটি ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা, ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য।